দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ... পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

ঢাকার আলীয়া মাদ্রাসা পড়ালেখা প্রসঙ্গ

ঢাকার মাদ্রাসা-ই-আলীয়া বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারী বিদ্যাপীঠ। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাগের পর লক্ষ্মীবাজারে এটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬১ সালে বখশী বাজারে এই মাদ্রাসার নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। তখন থেকে এই মাদ্রাসা এখানে অত্যন্ত সুনামের সাথে চলে আসছে। ছাত্রদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় ছিলো। লেখাপড়া ছাড়া আর অন্য কিছুতে তাদের মনোযোগ ছিল না। কিন্তু বিগত এক দশকে ছাত্রদের মধ্যে এই সম্প্রীতিতে ভাঁটা পড়েছে। সেই সাথে তাদের সুনাম হচ্ছে ক্ষুণ্ণ। এর অন্যতম কারণ তাদের মধ্যে রাজনীতির প্রভাব বিস্তার। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তারা আজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তারা তাদের লেখাপড়ার চর্চা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাই মাদ্রাসার ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল আর আগের মত নেই।

এ ছাড়া আরো একটি কারণ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাহলো মাদ্রাসার নিয়ম-কানুনে শিথিলতা। যে, কোন বিভাগের ছাত্র বছরের যে কোন সময় ভর্তি হতে পারতো। ভর্তির জন্য সুনির্দিষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো না। সারা দেশে মাত্র দু'টি সরকারী মাদ্রাসা। তন্মধ্যে এ মাদ্রাসাটি কেন্দ্রীয় হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় বিভাগের ছাত্ররা এই মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারতো। এই মাদ্রাসার জন্য মাত্র একটি হোস্টেল রয়েছে। তাতে মাত্র ২১০ জন ছাত্রের স্থান সংকুলান সম্ভব। দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিলের নিয়মিত ছাত্ররা হোস্টেলে স্থান পায় না। কারণ একজন ছাত্র একটি গ্রুপে কামিল পাস করার পর পুনরায় অন্য একটি গ্রুপে ভর্তি হয়। সেই গ্রুপ থেকে কামিল পাস করে আবার অপর গ্রুপে ভর্তি হয়। এভাবে এক একজন ছাত্র কামিলের চারটি গ্রুপে ভর্তি হয়ে এক নাগাড়ে আট বছর হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে নিত। ফলে নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্ররা হোস্টেলে থাকার সুযোগই পেত না।

এভাবে একজন ছাত্র একাধারে দীর্ঘ সময় মাদ্রাসায় অবস্থানের ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে সম্মানজনক সম্পর্ক থাকার কথা তা আর বিদ্যমান থাকে না। এ কারণে অনেক সময় শিক্ষকদের বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। এরূপ অবস্থার অবসানকল্পে এবং মাদ্রাসার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সম্মিলিত সহযোগিতায় ১৯৮৪ সালে এক প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ উদ্দেশ্যে তারা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলো ১৯৮৪ সালের পর থেকে তৃতীয় বিভাগের ছাত্রদের মাদ্রাসায় ভর্তির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ বন্ধ, মাদ্রাসায় ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষা প্রবর্তন এবং ইসলামের বিধান মেনে চলায় কড়াকড়ি আরোপ। পরীক্ষায় পাস ব্যতীত কোন ছাত্রকে প্রমোশন দেয়াও রীতিমত বন্ধ করা হয়। সরকারী নির্দেশ ও শিক্ষক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একজন ছাত্র একটি গ্রুপে কামিল পাস করার পর অন্য একটি গ্রুপে ভর্তি হলে তার নামে আর হোস্টেলের সীট বরাদ্দ করা হবে না। নিজের দায়িত্বে তাকে থাকতে হবে।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে মাদ্রাসার পরীক্ষার ফলাফল ১৯৮৬ সালে গত দু'দশকের চেয়ে অত্যন্ত সন্তোষজনক হয়েছে। কামিলের চারটি গ্রুপের প্রত্যেকটিতে আলীয়া মাদ্রাসা প্রথম স্থান অধিকার করে। তাছাড়া হাদীসে দশম স্থান, আদবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। তাছাড়া ফাজিল সাধারণ গ্রুপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম স্থান অধিকার করে। মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ১৯৮৬ সালের সন্তোষজনক ফলাফলের জন্য সকল শিক্ষকই কৃতিত্বের দাবীদার।

— মোঃ ইউনুস শিকদার